তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৬৯৯

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়েছেন শেখ হাসিনা**

**-- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোনা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়েছেন শেখ হাসিনা। উন্নয়নের গতিধারা বজায় রাখতে শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিনামূল্যে শিক্ষার পাশাপাশি উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষকে কম দামে চাল দেয়া হচ্ছে। গ্রাম পর্যন্ত টিসিবির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হোক। শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে। দেশে উন্নয়নের গতিধারা সচল রাখতে শেখ হাসিনার বিকল্প নাই।

প্রতিমন্ত্রী একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের জন্য কাজ করতে সবাইকে আহ্বান জানান।

#

জাকির/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৬৯৮

**আগামী ৭ মার্চ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে পবিত্র শাবান মাস গণনা করা হবে। প্রেক্ষিতে আগামী ৭ মার্চ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত পালিত হবে। আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান। প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম।

সভায় পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আজ ২৯ রজব ১৪৪৪ হিজরি, ৮ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। আগামীকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. বুধবার থেকে ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাস গণনা শুরু হবে। প্রেক্ষিতে আগামী ১৪ শাবান ১৪৪৪ হিজরি, ৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি. মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত পালিত হবে।

সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আবদুল জলিল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী হাফিজুল আমিন, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সিরাজুল হক ভুঞা, সহকারী- ওয়াকফ প্রশাসক মোঃ শাহরিয়ার হক, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৭

**কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে পালিত হলো মহান**

**‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’**

কলকাতা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপহাইকমিশন প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ পালিত হলো মহান ‘ভাষা শহীদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’।

একুশের শুরুতে উপহাইকমিশন চত্বরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা অর্ধনমিত করেন উপহাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। এরপর ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন, মিশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আয়োজিত প্রভাতফেরি শুরু হয়। প্রভাতফেরিটি ‘বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র’ থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন চত্বরে এসে শেষ হয়। এ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন কলকাতার কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রভাতফেরি শেষে উপহাইকমিশন চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ এর গুরুত্ব তুলে ধরতে আজ বিকেলে উপহাইকমিশন প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও বহুভাষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপহাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধু বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বেই ‘৫২-এর প্রেরণায় আমরা পেয়েছিলাম ‘৭১ এর স্বাধীনতা। জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উপহাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপহাইকমিশনার পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন যে, মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে একটি জাতি, একটি সমাজ অগ্রসর হতে পারে।

আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন কলকাতা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহশীষ সুর এবং একুশে পদক জয়ী মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট আব্রাহাম লিংকন।

আলোচনা সভার পর কলকাতায় বিভিন্ন কনস্যুলেট প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ ভাষায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা চমৎকার সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

#

রঞ্জন সেন/এনায়েত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৬

**মাতৃভাষার জন্য জীবন দেয়া সাহসী জাতি আমরা**

**--পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ‘আমরাই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র জাতি-যারা মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আমাদের মাতৃভূমির সাহসী সন্তানেরা সেই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।’

আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম আঘাত আসে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর। যদিও আমরা, বাঙালি জনগণ তৎকালীন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশেরও বেশি ছিলাম, কিন্তু পাকিস্তান সরকার নির্লজ্জভাবে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এবং তৎকালীন পাকিস্তানের মাত্র ৪ শতাংশ জনগণের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন এই অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।’

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনেও গতি ও শক্তি যুগিয়েছে উল্লেখ করে শাহরিয়ার আলম বলেন, ভাষা আন্দোলনের বিজয় বাঙালিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বলেন, “১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অবশেষে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার মতো বিজয়গুলো ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও আদর্শের প্রভাবেই অর্জিত হয়েছে।”

ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসারে শেখ হাসিনার সরকার সবকিছু করছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে একটি ভাষা জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে, আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। এছাড়া স্থানীয় এবং আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকেও সমানভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।’

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকালে রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমি’র সুগন্ধা প্রান্ত হতে শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ফরেন সার্ভিস একাডেমির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রাটি ফরেন সার্ভিস একাডেমির মূল ভবনের সম্মুখে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারের সামনে এসে শেষ হয়। শহিদ মিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ফরেন সার্ভিস একাডেমির পক্ষ হতে ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ফরেন সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতির নেতৃত্বে এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকাস্থ কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমির অডিটরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত Marie Masdupuy।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকবৃন্দ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ফরেন সার্ভিস একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে এবং বিশ্বের সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২০০০ সাল থেকে দিবসটি ইউনেস্কোর সকল সদস্য রাষ্ট্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

#

মোহসিন/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৫

**বায়তুল মুকাররমে মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান। সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, আনিছুর রহমান সরকার, ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এর আগে সকাল ৮ টায় আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহিদগণের রূহের মাগফেরাত কামনায় কুরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এরপর সকাল ১০ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

#

শায়লা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৪

**বাঙালি জাতিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে একুশের রয়েছে অসামান্য অবদান**

**--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, একুশ একটি চেতনা, একটি বৈশ্বিক প্রতীক, একটি মহান বিপ্লবের নাম। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বাঙালির জীবন উৎসর্গের ঘটনা বিশ্বের বুকে এক অনন্য ইতিহাস। তিনি বলেন, বাঙালি জাতিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে অমর একুশের রয়েছে অসামান্য অবদান। একুশের চেতনায় উজ্জীবিত আজ সারাবিশ্ব। বিশ্বজুড়ে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষা আজ বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত চতুর্থ ভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে একাডেমির অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন শুরু করেন এবং এদেশের তরুণ সমাজ ও ছাত্ররা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মায়ের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তিনি অভিভাবকদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে সন্তানদের জানানোর আহ্বান জানান। তাহলে তারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। বিকৃতি ও বিদেশি ভাষার চাপে দিশেহারা না হয়ে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা করুন।

শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবেদা আকতার, অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিবুজ্জামান, মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য দেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজির লিটন।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ‘মায়ের ভাষা শিখি, শুদ্ধভাবে লিখি’ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

#

আলমগীর/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৩

**বাঙালির শক্তির নাম বাংলা ভাষা**

**--- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাঙালির শক্তির নাম বাংলা ভাষা। ভাষার জন্য লড়াই করে আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠা, এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বাংলা ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজির বিশ্বে আর নাই। মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর আপসহীন সংগ্রামের ফসল এই বাংলাদেশ।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মগবাজারে বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন’ বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান।

মন্ত্রী বলেন, বাঙালির রক্ত, মেধা ও মননে এবং মায়ের মুখের সাথে মিশে আছে বাংলা ভাষা। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র বাংলা ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র। পৃথিবীর ৩৫ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। একাত্তরের আগে এ ভূখণ্ড পাকিস্তানি, ইংরেজ, মোগল এবং এরও আগে বাইরের শক্তি শাসন করেছে। তারা প্রত্যেকেই তাদের ভাষা চাপানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উচ্চতর শিক্ষায় এবং উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রবেশাধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পৃথিবীতে বাঙালির পরিচয় সুদৃঢ় করছে বাংলা ভাষা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। বাংলা পৃথিবীর মধুরতম এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। পৃথিবীর অনেক ভাষা নিজেদের হরফ বাদ দিয়ে বিদেশি হরফ দিয়ে মাতৃভাষা চর্চা করতে গিয়ে নিজস্ব ভাষার আসল রূপ হারিয়েছে, নিজ ভাষাকে বিকৃত করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি বলেন, ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা লেখার সীমাবদ্ধতা নেই। তবে ভাষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যন্ত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু অপটিমা মুনির টাইপ রাইটার প্রবর্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় যন্ত্রে বাংলা লেখার অভিযাত্রা শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

এর আগে মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মন্ত্রী।

পরে মন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডীর সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে প্রথম আলো আয়োজিত বর্ণমেলা পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী এ সময় মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে ভাষাপ্রযুক্তিসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করার আহ্বান জানান।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি সময়ের দাবি**

**--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে, এখন ৩৫ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।

সচিব আজ ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে ‘২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সচিব বলেন, বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা, এর সৌন্দর্য ও সৌকর্য অবারিত। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের জন্য রক্ত ঝরেছে এবং এ রক্তা ঝরা একটি জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু বকর সিদ্দিক, মোশাররফ হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সৈয়দ মামুনুল আলম ও দিলীপ বণিক প্রমুখ।

#

তুহিন/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯১

**পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে**

**--- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সে ধরনেরই একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যেখানে এ তিনটি বিষয়ের সুষম সমন্বয় ঘটেছে। সুপরিসর ক্যাম্পাস, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, মানসম্পন্ন পাঠদান, সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি সঠিক ব্যবস্থাপনা কলেজটিকে রাজধানীর অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বটতলা প্রাঙ্গণে কলেজের ‘বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, পিএসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ সৈয়দা নুরুন নাহার। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ‘বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩’ এর আহ্বায়ক ও কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবেরা সুলতানা।

কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ বলেন, সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও পরিস্ফুটন ঘটায়। সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিমনস্ক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বিজয়ী হাউসের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কলেজের সাতটি হাউসের শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, গল্প বলা, দলীয় অভিনয়, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, আধুনিক সংগীত, পল্লীগীতি, সমকালীন সংগীত, দেয়াল পত্রিকা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। জুনিয়র শাখায় ৩টি হাউসের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জয়নুল আবেদিন হাউস এবং রানার আপ হয়েছে কুদরত-ই-খুদা হাউস। সিনিয়র শাখায় ৪টি হাউসের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে নজরুল ইসলাম হাউস এবং রানার আপ হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস।

#

ফয়সল/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৬৯০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭৬১ জন।

**#**

সুলতানা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৯

**বাংলাদেশ, ভাষা শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে এ কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল।

তিনি বলেন, যারা মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ করে না, মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানায় না, যারা মাতৃভাষাকে রাজনৈতিক স্বার্থ হিসেবে ব‍্যবহার করে তারাই আজকে শহিদ মিনারে আসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তারা বর্ণচোরা। তাদের শ্রদ্ধা এই জায়গায় নয়, তাদের শ্রদ্ধা অন‍্য জায়গায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে একটি সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং অগ্রসরমান জাতি হিসেবে তিনি রূপরেখা দিয়েছিলেন। আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় গেছি। ভাষার জন‍্য যারা জীবন দিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং যারা এখনো বেঁচে আছেন তাঁরা গর্ব করে বলতে পারেন তাঁদের সংগ্রামের চেতনা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী তাঁদের সংগ্রামের কথা জানতে পারছে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বাবলম্বী দেশ। আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি সেই পাকিস্তানের অবস্থা কি? পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছে ‘পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে’। এ দেউলিয়া হওয়ার মধ‍্য দিয়ে প্রমাণ করে আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে এবং ভাষার জন‍্য যে রক্ত দিয়েছি সে রক্ত বৃথা যায়নি। সে রক্ত আজকে সত‍্য প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার হাতে আছে বলেই বাংলাদেশ, ভাষা শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ হবে। বিরল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. আফছানা কাওসার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অন‍্যান‍্যরে মধ‍্যে বিরল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম‍্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, বিরল পৌরসভার মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর ও বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৮

**ভাষা শহিদদের প্রতি পার্বত্য মন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

বান্দরবান, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

যথাযোগ্য মর্যাদায় বান্দরবান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আজ রাত ১২.০১ মিনিটে ফুল ও ভালবাসায় সিক্তকরণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পার্বত্য [চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।](http://www.chittagong.gov.bd/)

মন্ত্রী বীর বাহাদুর তদানিন্তন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে নিহত শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। ভোরে প্রভাতফেরির র‌্যালির মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস   
উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রভাতফেরিতে অংশ নেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার মো.তারিকুল ইসলাম, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, বান্দরবান পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া বান্দরবানের সিভিল সার্জন কার্যালয়, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে জনতার ঢল নামে শহিদ মিনার এলাকায়। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ‌‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি’।

#

রেজুয়ান/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৭

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত আসতে পারে। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিলো জাতির পিতার অপরিসীম দরদ ও শ্রদ্ধাবোধ। বাংলাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন হৃদয়ের গভীরতম ভালোবাসায়। আর সে কারণেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি সম্মুখে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর ডাকা ধর্মঘটে তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনিই ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের প্রথম রাজবন্দি। পরবর্তীতে কারাগারে থেকেও তিনি এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেক ভাষা শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কানাডা প্রবাসী দুই বাঙালি রফিক ও সালামের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

উত্তরায়ণ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বিশিষ্ট শিল্পী লিলি ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয়াংকা হালদার শিখা।

প্রতিমন্ত্রী পরে উত্তরায়ণ একাডেমি আয়োজিত চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৬

**ভাষা-কৃষ্টির শত্রু লালনকারীদের প্রতিহত করার শপথ আজ**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাতকারীদেরকে যারা লালন-পালন করে বিরুদ্ধ ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাদের প্রতিহত করাই আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারির শপথ।

মন্ত্রী আজ একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ড. হাছান বলেন, '১৯৫২ সালের এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ পূর্বসূরিরা জীবন দিয়ে আমাদের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু সেখান থেকে। সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনেছিল। দু:খজনক হলেও সত্য, আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর যারা আঘাত হেনেছিল, তাদের ভাবধারা ধারণকারীরা আজ স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও বাংলাদেশে রাজনীতি করে।'

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের ভাষা-কৃষ্টিতে যারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না বরং পাকিস্তানি ভাবধারায় বিশ্বাসী, সেই বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে রাজনীতি করে। সে কারণেই স্বাধীনতার পরও আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির ওপর বারবার যে আঘাত এসেছে, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বিএনপি ও তার নেতৃত্ব। এদের প্রতিহত করাই আজকের শপথ।'

#

আকরাম/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা